গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতিঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ঃ ০৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময় ঃ বেলা ১১টা।
সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (সম-২) কর্তৃক গত সভার কার্যবিবরনী সভায় পাঠ করে শুনানো হয় যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

| ক্রমিক নং | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ/কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। | ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি সংশোধনীসহ খসড়া আকারে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে গত ০৪/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি বাস্তবে রূপদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পাচবিম; ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়। |
| ২. | তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন, আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। | ১)তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য ২৫/০৬/২০১৫ ইং তারিখে সভার মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। | ১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। | (১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব/উপসচিব(উন্নয়ন), পাচবিম, |
| | | ২)খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মিত তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক ও | ২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি জেলার | ২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত বান্দরবান জেলার ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি করে আবাসিক ছাত্রাবাস যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে ঐগুলি পরিচালনার জন্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়<br>ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারী স্কুল জাতীয়করণের বিষয়ে গত ১৩/০৭/২০১৫ ইং তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় এ সকল স্কুল জাতীয়করণের বিষয়ে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠিত হয়েছে বলে জানা যায়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় অনুপস্থিত থাকায় অন্য দুটি বিষয়ে কোন অগ্রগতি জানা গেল না। | ০৩টি বান্দরবানের ০৪টি ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি সহ মোট ১১টি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।<br>এ দুটি বিষয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br>৩) খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মিত তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত বান্দরবান জেলার ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি করে আবাসিক ছাত্রাবাস যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে ঐগুলি পরিচালনার জন্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয় | যুগ্মসচিব/উপসচিব(উন্নয়ন), পাচবিম,<br>৩) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি। |
| ৩. | তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন, | ০৪/০৮/২০১৫ তারিখের সভায় উপস্থিত তিন পার্বত্য জেলার সিভিল সার্জনগণ জানান বান্দরবানে প্রস্তাবিত কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ১০৩টি এর মধ্যে ৬৭টি ক্লিনিক স্থাপন ও চালু করা হয়েছে এবং ১২টি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। রাঙ্গামাটিতে প্রস্তাবিত ক্লিনিকের সংখ্যা ১৪৭টি, ইতোমধ্যে চালু হয়েছে ৪৫টি ও নির্মাণাধীন রয়েছে ৪৩টি। খাগড়াছড়ি জেলায় প্রস্তাবিত ক্লিনিকের সংখ্যা ১৫৩টি, এর মধ্যে নির্মিত ও চালু আছে ৬৭টি। এখনো কাজ আরম্ভ হয়নি ৮৬টির। সভার সভাপতি মহোদয় বলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা পরিদর্শণকালে দেখা গিয়েছে অনেক ক্লিনিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছেনা। | ১)চলমান ক্লিনিকগুলো সুষ্ঠুভাবে কার্যকর রাখার জন্য তিনজেলার সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করা হয়।<br>২) প্রস্তাবিত ও নির্মাণাধীন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দ্রুত নির্মাণপূর্বক চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।<br>০২ নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগ থেকে ও তিন জেলা পরিষদ থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | (১) সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান;<br>(২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়<br>যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা , রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান জেলা পরিষদ; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৪. | যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে হবে। | ১) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায়ের আওতায় এলজিইডি পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণ করছে। জাইকার অর্থায়নে সড়ক বিভাগের আওতায় পার্বত্য জেলাসমূহের পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন জেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত আছে। | ১) প্রকল্পগুলো চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়। | (১)ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন),পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান জেলা পরিষদ। |
| | | ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প -২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৫)' পরিচালিত হয়ে আসছে। | (২)কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্পটি ২০০৮-১৫ অব্যাহত রাখার জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়। | (২)ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড; |
| | | ৩) খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ( FAO) বান্দরবানের থানচি উপজেলায় ও রাঙ্গামাটির সাজেক ইউনিয়নে 'Increased food and nutrition Security in remote areas of CHT through resilience building Measures' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ফলজ চারা,সার,মুরগী ইত্যাদি উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি সম্পর্কিত, ফল উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য বৈদেশিক সাহায্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। | (৩) এ বিষয়ে ফাও এর সাথে যোগাগযোগপূর্বক আগামী সভার পূর্বেই অগ্রগতি প্রতিবেদন দেয়ার জন্য উন্নয়ন অনুবিভাগকে অনুরোধ করা হয়। | (৩)যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; |
| | | ৪) বান্দরবান জেলা পরিষদ কর্তৃক চলতি অর্থ বছরে কফি ও স্ট্রবেরী চাষ সম্প্রসারণের জন্য এডিপিতে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। রাঙ্গামাটিতে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে একটি বিশেষ প্রকল্প প্রনয়ন কাজ চলছে । খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃক এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। | ৪) কফি ও স্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্বারোপ করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান, তিন জেলা পরিষদকে অনুরোধ জানানো হয়। | ৪) চেয়ারম্যান/মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান জেলা পরিষদ। |
| ৫. | পার্বত্য অঞ্চলে পপি ও তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করে ভুট্টা চাষসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল যেমনঃ রাবার, স্ট্রবেরী, মিশ্র ফল ইত্যাদি চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। | ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৯৮৫.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১১-১৫ মেয়াদে "উচু ভূমি বন্দোবস্তিকরণ প্রকল্পের রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প খাতে মে/২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৩৮.৬৫ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। | ১) প্রকল্পটি চালু রাখার ও বাস্তবায়নের জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়। | (১)ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, |
| | | ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় ৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts' শীর্ষক প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি সংস্থায় (উন্নয়ন বোর্ড) | ২) প্রকল্পটির পূনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়। | (২) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেলে শীঘ্রই পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।<br><br>৩) গত মার্চ ২০১৫ খ্রি. মাসে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্যাঞ্চলে পপি ও তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করণসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে, `ALLEVIATE RURAL POVERTY THROUGH ESTABLISHMENT OF SMALL AND MIXD FRUIT GARDEN IN KHAGRACHARI HILL DISTRICT" শীর্ষক প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।<br><br>৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ইক্ষুচাষ সম্প্রসারনের জন্য পাইলট প্রকল্প (২য় পর্যায়)' টি বাস্তবায়ন করছে এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা উন্নয়ন প্রকল্প' (জুলাই/১৩-জুন২০১৮) চলমান রয়েছে। | ৩) এ প্রকল্পের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br><br>৪) এ বিষয়ে আগামী সভার পূর্বে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য যুগ্মসচিব(উন্নয়ন) ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়। | (৩)যুগ্মসচিব(উন্নয়ন)/ , /সিনিয়র সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা), পাচবিম, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ;<br><br>(৪) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; কৃষি মন্ত্রণালয়। |
| ৬. | প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রেখে পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটিতে সম্পূর্ণ আবাসিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন | **জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি ০৫/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৬৪.৭৭ একর জায়গা অধিগ্রহণ, তৎস্থিত গাছপালা ও ঘরবাড়ির ক্ষতিপূরণ মূল্য বাবদ ৬৩,৯২,৮৪,৩৬১/- টাকার প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ক্ষতিপূরণের টাকা বরাদ্দ চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের কাছ থেকে জানা যায় ইতোমধ্যে ম্যানেজমেন্টে ৩৯জন এবং কম্পিউটার সায়েন্সে ৩৩জন করে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের কাজ চলছে। সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাশ শুরু হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সভাপতি মহোদয় বলেন প্রায় শতাধিক লোককে উচ্ছেদ করে রাঙ্গামাটির ঝগড়াবিল মৌজায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে কিনা বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।** | বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়। | যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; ভাইস-চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা; জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি। |
| ৭. | তিন জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা যাতে অটুট থাকে সে দিকে নজর দিতে হবে। | বান্দরবান জেলায় ৯৮টি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। স্কুলের তালিকা পাওয়া গেছে। খাগড়াছড়ি জেলায় ১০ টি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। স্কুলের তালিকা পাওয়া গেছে। রাঙ্গামাটি জেলায় ১৫টি বেসরকারি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual | সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় MLE চালু করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে পরিষদ অনুবিভাগ থেকে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। । |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Education (MLE) চালু আছে। স্কুলের তালিকা পাওয়া গেছে। সকল প্রাইমারী স্কুলে MLE চালু করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। | | |
| ৮. | পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ | ১)পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পে ১১১কোটি টাকার ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>২) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের ১.৯৬ একর জমি নিয়ে দায়েরকৃত ৩৫০১/২০১৪ নম্বর রীট মামলাটিতে কমপ্লেক্স নির্মাণে আপাতত আইনগত কোন বাধা নেই মর্মে বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেলের মতামত পাওয়া গেছে তবে মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য এ মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টাকে পত্র দিতে হবে।<br>৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের নির্ধারিত স্থানে একটি বড় সাইনবোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। | ১) প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।<br>২) দায়েরকৃত ৩৫০১/২০১৪ রিট মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে আইন উপদেষ্টাকে পত্র দিতে হবে।<br>৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের নির্ধারিত স্থানে একটি বড় সাইনবোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে | ১)যুগ্মসচিব (উন্নয়ন); সিনিয়র সহকারী প্রধান, পাচবিম;<br>২) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও সহকারী সচিব (আইন) পাচবিম।<br>৩) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম। |
| ৯. | পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য Water Wayতে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থা করণ। | ১) বিআইডব্লিউটিসির প্রতিনিধি বলেন বিআইডব্লিউটিএ facililate করলেই পন্য পরিবহনের লক্ষ্যে কাপ্তাই লেকে Ship বা water vessel দেওয়া হবে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসিকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং একটি প্রকল্প ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আওতায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।<br>২) কাপ্তাই লেকের কচুরীপানা পরিষ্কারের জন্য রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ হতে প্রকল্প প্রনয়নের কাজ চলছে বলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি সভাকে অবহিত করেন। | ১)পন্য পরিবহনের লক্ষ্যে কাপ্তাই লেকে নাব্যতা বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন অংশে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিহ্নিত করে ড্রেজিং করত High Speed Water Vessel/Water Bus চালুর জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসিকে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে পরিষদ অনুবিভাগ থেকে উল্লেখিত তিন সংস্থায় পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br>২) কাপ্তাই লেকের কচুরীপানা পরিষ্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদকে অনুরোধ জানানো হয়। | ১.যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি এবং নৌ -পরিবহন মন্ত্রণালয়<br>২)চেয়ারম্যান/মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ। |
| ১০. | তিন পার্বত্য জেলায় সামাজিক বনায়ন করতে হবে | ১) সভায় বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন সামাজিক বনায়নের বিষয়ে তাদের মন্ত্রণালয়ে ২৩/০৫/২০১৫ তারিখে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা হয়েছে। জেলা | ১)তিন পার্বত্য জেলায় কমন ফরেস্ট হোক আর রিজার্ভ ফরেস্ট হোক প্রত্যেক ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ, হেডম্যান ও কারবারীদেরকে সম্পৃক্ত | ১) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ঢাকা; প্রধান বন সংরক্ষক, ঢাকা; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | প্রশাসকদের রিপোর্ট অনুযায়ী ৭৮,০০০ একর বনায়নযোগ্য জমি রয়েছে। ঐ সমস্ত জমিতে সামাজিক বনায়ন করা হবে। প্রধান বন সংরক্ষক এ বিষয়ে একটি প্রকল্প নেয়ার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করেছেন। সভায় প্রধান বন সংরক্ষকের প্রতিনিধি জানান সামাজিক বনায়নের জন্য তাদের একটি নীতিমালা আছে।এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন কমন ফরেস্ট হোক আর রিজার্ভ ফরেস্ট হোক সামাজিক বনায়ন করার জন্য জেলা পরিষদ, হেডম্যান ও কারবারীদেরকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন করতে হবে। | করে সামাজিক বনায়ন করার জন্য প্রধান বন সংরক্ষক এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। | |
| | | ২) ইউএসএইড এর নিকট থেকে Village Common Forest (VCF) এর তালিকা সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদেরকে আগামী সভায় ডাকতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ২) ইউএসএইড এর নিকট থেকে Village Common Forest (VCF) এর তালিকা সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদেরকে আগামী সভায় ডাকতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br>১ ও ২ নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে পরিষদ অনুবিভাগ থেকে পত্র প্রেরণ করতে হবে। | ২) যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম; |
| | | ৩) বান্দরবান জেলায় মৌজা বন তথা Village common Forest (VCF) সংখ্যা ০৫টি । খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি থেকে মোট Village common Forest (VCF) এর সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়নি। | ৩) খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ কর্তৃক Village Common Forest (VCF) এর সঠিক সংখ্যা প্রেরণ করতে হবে। | ৩) যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম ও মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান জেলা পরিষদ। |
| ১১. | ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পাহাড়ে মাছ ছাড়া ও বিভিন্ন ধরণের প্রাণী চাষ যেমন পাহাড়ী ছাগল পালন ইত্যাদি প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে। | ১)পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (২০১১-২০১৭) মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমন্বিত পাহাড়ী খামার প্রকল্প-২য় পর্যায় " শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্প খাতে জুন,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। | ১) "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত পাহাড়ী খামার প্রকল্প-২য় পর্যায় (২০১১-১৭) অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ১) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, রাঙ্গমাটি। |
| | | ২) পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে দু'টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলোঃ- ক) "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারীদের গরুপালন প্রকল্প (২০১৫-২০১৮)" এবং খ) "পাহাড় এলাকায় ব্যাপকভাবে উন্নত বাঁশ ও বেত চাষ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের | ২) প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ২) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, রাঙ্গমাটি। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনগণের আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ ও বেত উৎপাদন প্রকল্প" (২০১৫-২০১৮) গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প দুটির ডিপিপি গত ২৫/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৩৬০ নং স্মারকমূলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। দুই এক দিনের মধ্যে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবে। | | |
| | | (৩) (ক) বান্দরবান জেলা পরিষদ কর্তৃক খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, বাশ চাষ এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পন্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে ১৪ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। | ৩) (ক) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। | ৩) (ক)মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, বান্দরবান জেলা পরিষদ। |
| | | (খ) রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ জানান খাদ্য প্রক্রিয়াজাত এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে বিসিক এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র আকারে প্রশিক্ষণ চলছে। বৃহৎ আকারে সমন্বিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন। | (খ) এ বিষয়ে সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। | (খ) মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ। |
| | | (গ) খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃক এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। | (গ) এ বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। | (গ) মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ। |
| | | ৪) পার্বত্য জেলায় পাহাড়ে মাছ চাষের জন্য মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। | ৪) পাহাড়ে মাছ চাষের জন্য মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ৪) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম এবং মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। |
| | | ৫) মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক বান্দরবানে ০২টি এবং খাগড়াছড়িতে ০১টি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা হয়েছে।ফাও এবং ডানিডা কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ৫) ফাও এবং ডানিডা কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ৫) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম। |
| | | ৬) BRAC কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কি কি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে তারা এ মন্ত্রণালয়ে একটি উপস্থাপনার আয়োজন করবে বলে তাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন। | ৬) এ বিষয়ে BRAC এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | ৬) উপসচিব(সম-২), পাচবিম। |
| ১২. | পার্বত্য চট্টগ্রামে চা বাগান করার উদ্যোগ নিতে হবে। চা এর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় চা চাষের উপর | ১) কমবেশি ১০ একর জায়গার মধ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ডের কারিগরি সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে তিনটি চা বাগান সৃজনের বিষয়ে সভায় উপস্থিত বানিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে জেলা পরিষদ উদ্যোগ | ১)কমবেশি ১০ একর জায়গার মধ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড এর কারিগরি সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে তিনটি চা বাগান সৃজনের জন্য তিন জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়। | ১) চেয়ারম্যান; খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান জেলা পরিষদ; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, চট্টগ্রাম। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | গুরুত্বারোপ করা উচিত। | গ্রহণ করলে তারা সর্বাত্মক কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।<br>২) বানিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ৯.৯৯ কোটি (নয় কোটি নিরানব্বই লক্ষ) টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রনয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বান্দরবান জেলার ( বান্দরবান সদর ২০০ হেঃ ও রুমা উপজেলা ১০০ হেঃ) ৩০০ হেঃ জমি চা চাষের আওতায় আসবে। প্রকল্পের সময়কাল ধরা হয়েছে আগষ্ট ২০১৫ (২০১৫-২০১৬) হতে জুলাই (২০১৯-২০২০) পর্যন্ত। প্রকল্প প্রস্তাবটি অর্থায়নের জন্য বানিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করছে। | ২) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বানিজ্য মন্ত্রণালয় ও চা বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়। | ২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বানিজ্য মন্ত্রণালয় এবং যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম। |
| ১৩. | বিবিধ | যথাসময়ে এ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ । | সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে প্রতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে এ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ই-মেইলে shahen.reza@yahoo.com ও sagoraminulislam@yahoo.com -এ বা অন্যমাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধ করা হয়। | সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ |

সভায় আর কোন অলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-১০/০৮/২০১৫
নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব

স্মারক নং- ২৯.০০.০০০০.২২৪.০০.০৫৫.১৪-৬৮৪ তারিখঃ ১০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো এবং স্ব স্ব অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ৩০/০৮/২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। সিনিয়র সচিব/সচিব, .....মন্ত্রণালয়।

২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রাম।
৩। ভাইস-চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি।
৪। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।
৬। প্রধান বন সংরক্ষক, ঢাকা।
৭। ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৮। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি জেলা।
১০। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান ।
১২। জনাব মো: আজিমুদ্দিন বিশ্বাস,পরিচালক ,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,পুরাতন সংসদ ভবন,তেজগাঁও ঢাকা (অবগতি ও কার্যার্থে)।
১৩। সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা।
১৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা( সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৬। সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। জনসংযোগ কর্মকর্তা , পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। অতিরিক্ত সচিব (সকল)এর ব্যক্তিগত কর্মকতা ,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৯। জনাব এ এ মং, আইসিটি স্পেশালিস্ট (সংযুক্ত), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। অফিস কপি।

(এসএসএম শাহেন রেজা)
উপসচিব (সমন্বয়-২)
ফোনঃ ৯৫৭৪৪১৭
ই-মেইল :shahen.reza@yahoo.com